ডন কুইকজোট



শ্রীভূমি

সারভেনটিস লিখিত

ডন কুইকজোট

সংক্ষিপ্ত ও সরল অনুবাদ

ননীগোপাল চক্রবর্তী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মূল্য ২'০০

মুদ্রাকর :
শ্রীবিশ্বজিৎ পাত্র
শ্রীকমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১৯ই/এইচ/১৭, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

—গ্রন্থ পরিচয়—

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। আকবর তখন দিল্লীর সম্রাট। এ সময়ে স্পেনদেশে বাস করতেন সারভেনটিস্। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক। দেশের সর্বত্র তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। সারভেনটিস্ ও যেতেন তাঁর সঙ্গে। তার ফলে খুব ছোটবেলা থেকেই সারভেনটিস্-এর বহু গ্রাম ও সহরের সঙ্গে পরিচয় হয়। স্কুলের বাঁধা ধরা লেখাপড়া বা পরীক্ষায় পাশ করা তাঁর ঘটে ওঠেনি।

কিন্তু সারভেনটিস্-এর বই পড়ার দিকে ছিল অসাধারণ ঝোঁক। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যে বই চোখের সামনে পেতেন তাই-ই প'ড়ে ফেলতেন। বীরত্ব ও দুঃসাহসিক কাজের বই পড়তে তাঁর খুব ভালো লাগত।

বড় হ'য়ে সারভেনটিস্ হ'লেন একটি স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যার স্বভাব, সেকি কখনও স্কুলের রুটিন বাঁধা কাজের মধ্যে আটকা থাকতে পারে? এ কাজ তাঁর মোটেই ভালো লাগল না। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে। কাজের খোঁজ করতে করতে তিনি ঢুকলেন গিয়ে এক সেনাবাহিনীতে। কিছুদিন পরেই তুরস্কের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বেঁধে গেল। এই যুদ্ধে নৌ-সেনা হিসাবে সারভেনটিস্ বীরত্ব দেখালেন খুব। সৈন্যদলে আরও কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি দেশে ফিরে আসছিলেন, সমুদ্রপথে 'মুর' জলদস্যুরা তাঁকে বন্দী ক'রে আটকে রাখল।

অবশেষে প্রায় পাঁচ বছর পরে তিনি উদ্ধার পেলেন সেখান থেকে। বাড়ী ফিরে তিনি নানারকম কাজ ক'রে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনটাতেই তাঁর সুবিধা হ'ল না। এরপর তিনি খাজনা আদায়ের একটা কাজ পেলেন। ক্ষমতাশালী জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা তখন তত সহজ ছিল না। তারা চক্রান্ত করে সারভেনটিস্‌কে জেলে পুরল।

পৃথিবীর অনেক নামকরা বই জেলখানায় ব'সে লেখা হ'য়েছে। সারভেনটিস্ তাঁর এই বিশ্ববিখ্যাত 'ডন কুইকজোট্' বইখানিও এই সময়ে জেলখানায় বসে লিখতে আরম্ভ করেন। একথা ভাবলে অবাক হ'তে হয় যে, এমন একখানি বিখ্যাত মজার হাসির বই যখন তিনি লেখেন, তখন তিনি কপর্দক শূন্য, মিথ্যা ক'রে তাঁকে জেলে পুরা হ'য়েছে এবং বয়সও তখন তাঁর পঞ্চাশ!

ডন কুইকজোট্ প্রকাশিত হয় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। কেবল যে স্পেনীয় সাহিত্যের সবচেয়ে নামকরা বই এই ডন কুইকজোট্ তাই নয়, পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের জনপ্রিয় বইগুলির মধ্যে এখানি নিঃসন্দেহে অন্যতম।

হাস্যরসপূর্ণ এই বইখানিতে তখনকার দিনের স্পেনবাসীর জীবনযাত্রা, রীতিনীতি এবং লেখকের লোকচরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, গত চারশো বছর ধরে যে বই পাঠককে আনন্দ দান করে আসছে, সেই ডন কুইকজোট্ যতদিন মানুষের কাছে সাহিত্যের আদর থাকবে, ততদিন সাগ্রহে পঠিত হবেই।

গেটরোড, কৃষ্ণনগর
নদিয়া

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

এক

বেশ কিছুকাল আগের কথা। স্পেন দেশের 'লা-মাঞ্চা' নামে এক গ্রামে একটি লোক বাস করত। তার ছিল একটা বর্শা, একটা পুরাতন ঢাল এবং একটি রোগা, অস্থিচর্মসার ঘোড়া। আর ছিল একটা গ্রে হাউণ্ড কুকুর। তার চালচলন ছিল সাদাসিদে, কিন্তু এতেই তার আয়ের অধিকাংশই খরচ হয়ে যেত। সে পরত কালো রংয়ের ঢিলা জামা ও ভেলভেটের পা-জামা। এগুলি অবশ্য পর্বদিনে পরত। অন্যান্য দিন পরত সাদাসিদে পোষাক।

তাকে বাদ দিয়ে তার পরিবারে ছিল আরও তিনজন লোক। একজন স্ত্রীলোক তার গৃহস্থালী দেখত, তার বয়স প্রায় চল্লিশ। একজন ভাইঝি, এর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। আর একজন ছিল বালক। সে মাঠের কাজ করত এবং বাজারও করত। আমাদের গল্পের নায়ক ঐ লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তার গড়নটা বেশ শক্ত, কিন্তু গায়ে মাংসের লেশমাত্র ছিল না। তার মুখখানা লম্বা এবং হাড় বের করা। সে ঘুম থেকে উঠত খুব ভোরে, শিকার করতে ভালোবাসতো। খেলা ধূলাতেও তার নাম ছিল। সারা বছরের মধ্যে খুব কম সময়ই সে সংসারের কাজকর্ম করত। অবসর সময়ে সে পড়ে থাকত বই নিয়ে। বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। বীরত্ব আর দুঃসাহসিক

কাজের বই-ই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। বই পেলে সে শিকার করা, এমনকি গৃহস্থালীর কাজকর্ম পর্যন্ত ভুলে যেত। তখনকার দিনে যে সব যোদ্ধা সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়ে ন্যায় ও সত্যের জন্য যুদ্ধ করতেন এবং গৌরবময় দুঃসাহসিক কাজ করতেন, তাদের বলা হ'ত 'নাইট এরান্ট'। কুইকজোট্ যদি এই নাইট এরান্টদের কাহিনী নিয়ে লেখা কোন বই পেত তাহলে যত টাকাই লাগুক সে তা' কিনে বাড়ী আনতো। এজন্য তাকে তার অনেক বিষয়-সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করতে হয়েছিল। এইসব বই সে সারা দিনরাত এক মনে পড়ে যেত। এইভাবে রাত্রি জাগরণ করায়ও সারাক্ষণ ঐ সব কল্পিত-কাহিনী পড়ায় তার মস্তিষ্কের কিছু গোলমাল দেখা গেল। সে বইতে যা কিছু পড়ত—যাদুকরা, যুদ্ধকরা, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা, আহত হওয়া, কোন মহিলাকে রক্ষা করা—এই সব অসম্ভব কল্পনা নিয়ে গড়ে উঠত তার নিজের মনের জগৎ। এইসব পড়ে পড়ে লোকটির এমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে ঐসব কাহিনীর আগা-গোড়াই সত্য ঘটনা।

তার মাথাটা এইভাবে খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে ভাবলো, সে নিজেই বীরপুরুষদের (নাইট এরান্ট) মত দুঃসাহসিক কাজ করতে বেড়িয়ে পড়বে, সঙ্গে থাকবে তার ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র। সে যা কিছু পড়েছে ঠিক করলো সে সকলই কাজে লাগাবে—লোকের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন দূর করবে এবং যত রকম বিপদ আছে সবগুলির সম্মুখেই আত্মপ্রকাশ করবে এবং বীরত্ব দেখাবে। সে মনে করলো সে আরবদেশের মুকুটধারী সম্রাট। এ সৌভাগ্য যেন সে নিজের বাহুবলে অর্জ্জন করেছে!

এজন্য প্রথমেই তাকে খুঁজতে হবে বীরের অস্ত্রশস্ত্র। সৌভাগ্যক্রমে ওটা পাওয়া গেল তার ঘরেই। ওটা ছিল তার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার। বহুকাল প'ড়ে থাকায় এগুলিতে মরচে পড়ে গিয়েছিল। অস্ত্রগুলিকে ঘষে মেজে এনে সে যতদূর পারে পরিষ্কার করে নিল। তারপরের কাজ হল বীরের উপযুক্ত একটি অশ্ব। তার নিজের ঘোড়াটির কাছে গিয়ে সে দেখল, তার অস্থিচর্মসার দেহ। চামড়ার ভেতর দিয়ে তার হাড়গুলি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কল্পনার জগতে ঘুরছে তখন ডন কুইকজোট্। সে ভাবল, ওটা যেন আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ঘোড়ার চেয়েও বলশালী, দুর্বার। এই বীরযোদ্ধার ঘোড়াটির একটা জুৎসই নাম চাইতো। দিন চারেক ধরে ভেবে ভেবে এবং অনেক নাম নাকচ করে অবশেষে সে স্থির করল অশ্বটির নাম হবে রোজিনেণ্ট। স্পেনীয় ভাষায় তার অর্থ হ'ল কঠোর পরিশ্রমী। নামটি বেশ গালভরা এবং শুনতেও মন্দ লাগে না। নইলে এই ভবিষ্যত দ্বিগ্বীজয়ী বীরের পক্ষে মানাবে কেন? তার বীরত্বের কাহিনী নিয়েই তো যত ইতিহাস রচিত হবে। কত চারণ কবি কাব্য রচনা করবে তাকে নিয়ে। একটা আজেবাজে নাম হলে কি আর চলে? কিন্তু ঘোড়ার তো নাম হ'ল, কুইকজোটের নিজেরও তো ঐ ধরনের একটা নাম চাই। এজন্য সপ্তাহখানেক লাগলো তার ভাবতে। তারপর ঠিক করল তার নাম হবে—ডন কুইকজোট্। কুইকজোট্ কথাটির অর্থ একটা যুদ্ধাস্ত্র এবং কোন মহান্ দেশ থেকে এই অস্ত্রের মালিক বীরপুঙ্গবের আগমন সেটা জানাবার জন্য পুরোপুরি নামটা তৈরী করল সে—ডন কুইকজোট্ দেলা মাঞ্চা—অর্থাৎ মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট্। হ্যাঁ,

নামের মত নাম বটে! বলতেও লম্বা-চওড়া, শুনতেও বেশ গুরুগম্ভীর।

পালিশ করা অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব এবং দ্বিগ্বিজয়ী বীরের উপযুক্ত নাম ত' হ'ল। এবার চাই আয়েষা, তিলোত্তমার মত নায়িকা। কারণ নায়িকা না হলে দ্বিগ্বিজয়ী বীরকে মানাবে কেন? নায়িকা ছাড়া দ্বিগ্বিজয়ী বীর, আর ফুল-পাতা ছাড়া গাছ একই কথা। সে কল্পনা করে নিল, যেন একটা দৈত্যের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। এক-জন সুন্দরীকে সে অপমান করছে। তাকে সম্মুখ যুদ্ধে নাস্তানাবুদ করেছিল ডন কুইকজোট্। তারপর সে সেই রমণীর সম্মুখে গিয়ে বলল, 'হে ললনা, নাহি তব কিছুমাত্র ভয়। দেখ চাহি আততায়ী পলাইছে তব।' এরপর সেই সুন্দরী ললনা তার অমিত শক্তি আর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। ডন কুইকজোট্ তারও একটা ভাল নাম রাখবে—সেটা হবে 'ডালসিনিয়া'—নামটা বারবার উচ্চারণ করল কুইকজোট্। মধুবর্ষণ করল এই নাম তার মনে।

দুই

এবার ডন কুইকজোট্ তার মতলব মত কাজ করতে আর দেরী করবে না ; কারণ চারিদিকে কত না দুঃখ-বেদনা, কত অত্যাচার, কত লাঞ্ছনা। এ সকলেরই প্রতিবিধান করতে হবে তাকে।

অতএব একদিন প্রচণ্ড গরম জুলাই মাসের ভোরবেলায় সে আগাগোড়া বর্ম-চর্ম এঁটে ঢাল-সড়কি নিয়ে অশ্বরাজ রোজিনেণ্টে চেপে বসল। তারপর কেউ তাকে দেখতে না পায় এজন্য বাড়ীর খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দ্বিগ্বিজয়ে।

কিন্তু পথে নামতেই তার মাথায় এক ভয়ানক দুশ্চিন্তা এল। সে ভাবলো, এখনও ত তার 'দীক্ষা' হয়নি। নিয়ম, কোন যোদ্ধাকে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করতে হলে, তাকে তার রাজা বা সেনাপতির কাছে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। তাঁরা তাঁদের তরবারি দিয়ে আস্তে আস্তে তার কাঁধে আঘাত করবেন। এইভাবে হবে তার দীক্ষা। দীক্ষা না হলে সে দ্বিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অন্য বীরের সঙ্গে আইন-সঙ্গত ভাবে যুদ্ধ করতে পারবে না। এইজন্য সে ঠিক করল প্রথমেই যার সঙ্গে দেখা হবে তার কাছ থেকেই সে দীক্ষা নেবে। যে সব বই পড়ে তার মাথাটা খারাপ হয়েছে তাতে এ ধরনের উদাহরণও ছিল। ভাবতে ভাবতে ডন কুইকজোট্ রওনা দিল যেদিকে তার ঘোড়া যায় সেইদিকে।

এইভাবে যেতে যেতে সে তার বীরত্বের ইতিহাস নিজের মনে

কল্পনা করে নিল। সারাদিন সেই রৌদ্রের মধ্যে পথ চলেও কিন্তু তার সঙ্গে জনমানবের সাক্ষাৎ মিলল না। সন্ধ্যার দিকে সে ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল, যদি একটা আশ্রয় কোথাও পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরেই সে দেখলো নিকটেই একটি সরাইখানা। তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন চাষীর মেয়ে। সে বইতে যেমনটি পড়েছে, সেই কল্পনা নিয়ে মনে করে নিল, ওটা একটা দুর্গ এবং দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন পরমাসুন্দরী দুর্গেশনন্দিনী।

মেয়ে দুটি তার ঐ কিম্ভূতকিমাকার পোষাক দেখে দস্তুর মত ভয় পেয়ে গেল। তারা তখন ছুট দিল বাড়ীর মধ্যে। ডন কুইকজোট্ তা দেখে বীরোচিত কণ্ঠে তাদের বলল, 'ভদ্রে, আপনারা ভয় পাবেন না, আমি যে মহাবীর ব্রতে দীক্ষা নিচ্ছি তাতে নিরীহ যারা তাদের রক্ষা করাই আমার কাজ। আর আপনাদের মত উচ্চ বংশীয়া রমণীর কাছে ভদ্র ব্যবহার দেখাবো না—এটা তো ভাবতেই পারি না।'

মেয়ে দুটি তার দিকে এক নজর তাকিয়ে তার কথায় খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। তাতে ডন কুইকজোট্ রেগে গিয়ে গম্ভীর হয়ে তাদের বলল, 'সুন্দরীদের লজ্জা জিনিস মানায় ভাল। একটা তুচ্ছ কথায় হাসাহাসিটা বোকামীর পরিচয়।' কিন্তু তার এই কথায় মেয়ে দুটি আরও বেশী করে হাসতে লাগল। এর ফলে মহাবীরটিও আরও ক্ষেপে গেল। ভাগ্যিস তখন সরাইখানার মালিকটি উপস্থিত হয়ে পড়লো। নইলে ডন কুইকজোটের ক্ষ্যাপামী কোথায় গিয়ে ঠেকত বলা যায় না। সরাইখানার মালিকটি অতি কষ্টে তার হাসিটা চেপে অতি বিনীতভাবে বলল, 'হুজুর, আমরা আপনার

আজ্ঞাবহ। এই সরাইখানায় একমাত্র শোওয়ার জায়গা ছাড়া সবই পাবেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

ডন কুইকজোট্ ধরে নিয়েছে লোকটি দুর্গরক্ষক। তাকে বেশ বিনীত দেখে ডন কুইকজোট্ বলল, 'দুর্গাধিপতি, আপনি বিমূঢ় হবেন না। আমার যা কিছু পেলেই চলবে।' এই বলে সে অতিকষ্টে তার ঘোড়া থেকে নামল। তারপর সে ঐ লোকটিকে বলল, 'আমার এই অশ্বটির যাতে বিশেষ যত্ন হয় তা করুন। এ ধরনের অশ্ব আপনি পৃথিবীর মধ্যে একটিও পাবেন না।' সরাইখানার মালিকটি অস্থি-চর্মসার সেই 'রোজিনেণ্টের' দিকে তাকিয়ে আর একবার মনে মনে হেসে নিল। তারপর তাকে আস্তাবলে রেখে দিয়ে ফিরে এসে জানতে চাইল, মহাবীর যদি তাকে কিছু আদেশ করেন। এদিকে ঐ মেয়ে দুটি তখন তার দেখাদেখি ডন কুইকজোট্কে বেশ খাতির করে বসিয়ে তার সাজ-পোষাকগুলি খুলে দিচ্ছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না—কিভাবে শিরস্ত্রাণ খোলা যায়। কারণ এটা সে সবুজ রঙের ফিতে দিয়ে পিসবোর্ডের চোখ ঢাকনার সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে ছিল যে সেগুলি খুলবার আর কোন উপায় ছিল না। ফিতেগুলিকে কেটে অবশ্য শিরস্ত্রাণ খোলা যেত। কিন্তু ডন কুইকজোট্ তাতে রাজী ছিল না। সে বলল—থাক ওটাকে আর খুলতে হবে না।

'বারে, তাহলে আপনি খাবেন কি করে।'

'সে যেভাবে হয় খাওয়া যাবে। আগে খাবারটা নিয়ে এসতো, সারাদিনের মধ্যে আমার পেটে কিছু পড়েনি।'

খাবার এল পোড়া কালো রুটি, আর শুকনো মাছ। কিন্তু

খাবে কি করে ? ঢাকনাটায় তার মুখের হাঁ যে বন্ধ ! অবশেষে ঢাকনাটার খানিকটা টেনে তুলে পাখীর ছানাকে খাবার গেলানোর মত সেই শুকনো রুটি তাকে খাওয়ানো হল ; কিন্তু একেই সারাদিনের উপোসে তার গলা রয়েছে শুকিয়ে তার উপর শুকনো রুটি কতক্ষণ খাওয়া যায় ? ডন কুইকজোটের গলা গেল এটে। জল চাই, নইলে সে গলা আটকে মরে যাবে এখনই। কিন্তু জল খাবে কি করে ? সরাইরক্ষক বুদ্ধি করে নিয়ে এল একটা সরু নল। এই নলের একদিক তার ঠোঁটের কাছে ধরে আর একদিক রাখা হ'ল জলের গেলাসে। পাটকাটি দিয়ে যেভাবে রস টেনে খায়, ডন কুইকজোট্ সেইভাবে খেল সেই জল।

ঠিক এমনি সময় এক রাখাল এসে তার বাঁশের বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করল ঘরের এক কোণে। ডন কুইকজোট্ তখনও তার কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছে ! সে আগেই মনে করে নিয়েছিল, সরাইখানাটি একটি দুর্গ ; মেয়ে দুটি দুর্গেশনন্দিনী, সরাইরক্ষক দুর্গাধিপতি। এবার বংশীবাদক রাখালটি যখন বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করল, তখন ডন কুইকজোটের বইয়ে পড়া কল্পনার সঙ্গে একেবারে মিলে গেল—ওটা যেন তাকেই আপ্যায়নের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করছে। শুকনো মাছ যেন টাট্‌কা ইলিশমাছ ভাজা, পোড়া কালো রুটি যেন সাদা ময়দার গব্য ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি। সে ভাবল আজকের যাত্রাটা তার মাহেন্দ্রক্ষণে হয়েছে ; কিন্তু একটা বিষয় তার মনে খোঁচা দিচ্ছিল,—সেটা হচ্ছে তখনও সে মহাবীর ব্রতে দীক্ষা পায়নি। দীক্ষা না হলে আইনত সে কোন দুঃসাহসিক কাজেই হাত দিতে পারে না।

হট্ করে ডন কুইকজোট্ খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। সরাই-রক্ষককে ডেকে নিয়ে সোজা আস্তাবলের দিকে চলে গেল, তারপর দরজাটা বন্ধ করে সে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে অনুনয় করে বলল, 'হে শক্তিমান দুর্গাধিপতি, আমি কখনও উঠবো না, যতক্ষণ না আপনি আমার অনুরোধ পূর্ণ করেন। অনুরোধটা রক্ষা করলে আপনারই সম্মান বাড়বে এবং মনুষ্য সমাজের উপকার হবে।"

সরাইরক্ষক তাকে এইভাবে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে আর তার অদ্ভুত কথা শুনে তো অবাক! সে তার হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা! ডন কুইকজোট্ আবেগভরে বলল, "মহাত্মা অদ্য রজনীতে আপনার এই দুর্গের মন্দির মধ্যে আমি আমার বর্ম-চর্ম অস্ত্রাদির প্রহরায় নিযুক্ত থাকব। প্রভাতে আপনি আমাকে দীক্ষা দান করবেন। তারপর আমি চতুর্দিকে মহাবীরের কর্তব্যসাধনে দুষ্টের দমন, নির্যাতিতের রক্ষণে বেরিয়ে পড়ব। আমি এমন কীর্তি স্থাপন করব, যাতে ইতিহাসে আমার নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে।"

সরাইরক্ষকের গোড়াতেই ধারণা হয়েছিল লোকটার মাথায় কিছু ছিট আছে; এবার সে বুঝতে পারল,—লোকটা ডাহা পাগল—বই পড়ে পড়ে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কিছুটা মজা মারবার জন্য সরাই রক্ষক বলল, 'তাই হবে, সকালেই তোমাকে দীক্ষা দেব। এর আগেও অনেককে দিয়েছি; কিন্তু মন্দিরটা তো এখন নেই,—ওটাকে নতুন করে সংস্কার করা হচ্চে। এজন্য তোমাকে চত্বরের মধ্যে যে কোন জায়গায় অস্ত্র রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আর একটা কথা, আপনার সঙ্গে অর্থাদি আছে তো?"

"একটা কপর্দকও নেই। মহাবীরের সঙ্গে অর্থাদি থাকে এমন তো লেখা নেই কোন বইতে।"

"হ্যাঁ ওটা এতই দরকারি জিনিস যে যারা ঐ সব বই লিখেছেন তারা তা উল্লেখ করবার আবশ্যক মনে করেননি। তাছাড়া ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় এবং সেসব নেবার জন্য একজন চাকর, তার সঙ্গে কিছু তুলো, ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর ওষুধ-পত্রও তো থাকা দরকার।"

"তাই নাকি? তবে তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এবার বাড়ী ফিরেই আমার ও সকলের ব্যবস্থা করে নিতে পারব।"

"নিশ্চয়ই, নাহলে মহাবীরকে মানাবে কেন?"

সরাইরক্ষক বিদায় নিল। ডন কুইকজোট্ তার অস্ত্রশস্ত্রগুলি আস্তাবলের জলের চৌবাচ্চার উপর রেখে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে বর্শা, আর এক হাতে ঢাল নিয়ে গম্ভীরভাবে সেগুলি পাহারা দিতে লেগে গেল। সরাইখানার লোকেরা দূর থেকে তার এই কাণ্ডকারখানা দেখে মুখ চেয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

কয়েক ঘণ্টা পরে একজন লোক তার গাধাকে জল খাওয়াতে এল সেখানে। চৌবাচ্চার পাড় থেকে সে ঐ বর্ম-চর্মগুলি সরাতে গিয়েছে অমনি ডন কুইকজোট্ তার মুখস্থ বুলি আউড়ে বলে উঠল, "হে দুষ্কৃত মানব সন্তান, তুমি যেই হও জেনো—দেব-দানব-গন্ধর্ব কাউকেই ক্ষমা করবে না বিশ্বের এই মহাযোদ্ধা—যদি কেউ তার বর্ম-চর্ম স্পর্শ করে, মহাবীর ব্রতের দীক্ষায় বাধা দেয়।" লোকটি ছিল পাড়াগাঁয়ের একজন গাড়োয়ান। সে কুইকজোটের কথার

মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝল না। যেই সে তার অস্ত্রে হাত দিয়েছে অমনি কুইকজোট্ তার বর্শা উঁচিয়ে মারল তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। লোকটা মাথা ঘুরে পড়ে গেল সেই চৌবাচ্চার ধারে। মুখ দিয়ে তার কথা বেরোল না একটাও।

তারপর কুইকজোট্ নির্বিকারভাবেই আগের মত পাহারা দিতে লাগল, তার বর্ম-চর্মগুলি। আর একজন লোকও এসে হাজির হ'ল তার ঘোড়াকে জল খাওয়াবে বলে। এর আগের কাণ্ড-কারখানা সে বেচারা কিছুই জানে না। কুইকজোট্ও পায়চারি করছে সেখানে, তার মুখে টু শব্দটি নেই ; কিন্তু যেই সেই লোকটি তার বর্মে-চর্মে হাত দিয়েছে, অমনি কুইকজোট্ সোজা বসিয়ে দিল তার মাথায় বর্শার এক ঘা। লোকটি বাবাগো বলে বসে পড়ল সেখানে। তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসে দেখে রক্তারক্তি কাণ্ড। তারা রেগে গেল খুব—মার মার করে তারা ইট পাটকেল ছুড়তে আরম্ভ করল, কুইকজোটের উপর। ওদের হৈ চৈ শুনে ছুটে এল সরাইরক্ষক। এসে দেখে মহাবীর একহাতে তার ঢাল দিয়ে ওদের ইট-পাটকেল ঠেকাচ্ছে আর একহাত দিয়ে বন্‌বন্ করে তরবারি ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে!

সরাইরক্ষকের তখন মহাবিপদ। সে ভাবল কি করে এই মাথা-পাগলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ক্ষান্ত হও, এইসব সামান্য লোককে আঘাত করা কি মহাবীরের কাজ?" তারপর সরাইয়ের লোকদের সরিয়ে দিয়ে সে কুইকজোট্কে বলল, "দীক্ষার আগে ঘণ্টা দুই অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দিলেই যথেষ্ট। এর আগে যেসব মহাবীর দীক্ষা নিয়েছে তারাও

তাই করেছে, হে পুরুষ-পুঙ্গব, আমি তোমার বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়েছি। এখনই আমি তোমাকে দীক্ষা দিতে চাই।"

কিন্তু দীক্ষা দেওয়ার সময় মাথার উপর একখানা ধর্মগ্রন্থ রেখে মনে মনে পবিত্র মন্ত্র আওড়াতে হয়। সরাইরক্ষক ধর্মগ্রন্থ পাবে কোথায়? সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বিচালীর হিসাব রাখার খাতাটা নিয়ে এল। ডন কুইকজোট্ তখন হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে বলল, "অস্ত্র দীক্ষা দেহ মোরে গুরু। এই আমি লইনু শপথ দ্বিগ্বিজয়ে বাহিরিব মুহূর্তেক বিলম্ব না করি।"

এই পাগলা তাড়াতাড়ি বিদায় হলে তারাও বাঁচে। সরাইরক্ষক ঐ চাষীর একটা মেয়েকে বলল, "তুমি এর তরবারিখানাকে মন্ত্রপূত করে পবিত্র করে দাও।" মেয়েটি অতিকষ্টে হাসি চেপে রেখে তরবারিতে একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে বলল, "এই তরবারি তোমার বীরত্বের জয় পতাকা হোক।" ডন কুইকজোট্ তার কাছে হাঁটু গেড়ে জিজ্ঞাসা করল, "হে সুন্দরী, তোমার স্মৃতি বহন করে আমি মহান কর্তব্যে অগ্রসর হচ্ছি। তোমার নামটি জানতে পারি কি?" মেয়েটি মুখে কাপড় চেপে বলল, "আমার নাম খেঁদি।" ডন কুইকজোট্ বলল, "না খেঁদি-পেঁচি নাম তোমার মত পরমা সুন্দরীর চলতে পারে না। আজ থেকে তোমার নাম হবে— ডালসিনিয়া।"

ডন কুইকজোট্ তার বর্ম-চর্ম পরে এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চেপে বসল রোজিনেন্টের পিঠে। "বিদায় ডালসিনিয়া, বিদায়।"

তিন

ডন কুইকজোট্ যখন সেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল, তখন রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। রোজিনেণ্ট পথে নেমেই ছুট দিল বাড়ীর দিকে। অনেক দূর গিয়ে তারা পৌঁছল একটা বনের মধ্যে। সেই বনের পথ দিয়ে ছুটছিল একটা চোর, এক সদাগরের টাকার থলি চুরি করে। ডন কুইকজোট্ তাকে ছুটতে দেখে চিৎকার করে বলল, "আমি বিশ্ববরেণ্য বীর ডন কুইকজোট্ দেলা মাঞ্চা। বিপন্নের রক্ষাই আমার কাজ। বল, কার ভয়ে তুমি পালাচ্ছ।" লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার মত মহান্ বীর আমার এই বিপদকালে উপস্থিত হয়েছেন। একটা লোক আমার এই টাকাকড়ি কেড়ে নেবে বলে ছুটে আসছে, আমি ভয়ে পালাচ্ছি।" "কোন ভয় নেই তোমার—তুমি নির্ভয়ে চলে যাও। আমিই সেই পরস্বাপহারী দস্যুর সমুচিত শাস্তি দেবো।"

কিছুক্ষণ পরেই সেই সদাগর ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত— "মশাই, একটা লোককে দেখেছেন এই পথ দিয়ে যেতে?"

ডন কুইকজোট্ তরবারি আস্ফালন করে বলল, "হে পাপিষ্ঠ, মন্দভাগ্য তিষ্ঠ ক্ষণকাল, সমুচিত শাস্তি তব এখনই হইবে।" ডন কুইকজোটের আস্ফালন দেখে বেচারা সদাগর টাকার মায়া ছেড়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই গেল পালিয়ে।

অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুইকজোটের প্রথম

বীরত্ব কার্যকরী হয়েছে দেখে আহ্লাদে তার বুকখানা উঁচু হয়ে উঠল। সে আবার তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলল মাঠের পথ ধরে।

মাইল দুই যাওয়ার পরেই সে দেখল কয়েকজন লোক আসছে। তারা ব্যবসায়ী, জিনিসপত্র কিনতে যাচ্ছিল কোথায়। তাদের দেখামাত্র ডন কুইকজোট্ মনে করল, আর একবার তার বীরত্ব দেখাবার সময় হয়েছে। সে তার ঢালটিকে বুকের কাছে ধরে ডান হাতে শক্ত করে বর্শাটিকে উঁচিয়ে বলল, "তোমাদের সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে আমার প্রেয়সী ডালসিনিয়ার মত সুন্দরী পৃথিবীতে আর কেউ নেই।" লোকগুলি তার চেহারা দেখে আর কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে। তারা বুঝতে পারল লোকটার মাথা খারাপ। তাদের ভিতর থেকে একজন মজা মারবার জন্য বলল, "হে বীর, আমরা সেই সুন্দরীকে কখনও দেখিনি। তাকে দেখাও,—তাহলে না হয় আমরা একবাক্যে স্বীকার করব যে তিনি অপূর্ব সুন্দরী।"

ডন কুইকজোট্ রেগে-মেগে বলল, "এখানে দেখা, না-দেখার কথা ওঠে না। দেখার পর তোমরা বলবে তিনি সুন্দরী - সে ত' সবাই পারে। তোমাদের আর তাহলে বাহাদুরীটা কি? না দেখেই আমার কথা তোমাদের মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। আর তা যদি না মানো, যুদ্ধে নামতে হবে আমার সঙ্গে—আমি ছাড়বার বান্দা নয়। এখন তোমরা এক এক জন করে আসবে, না সবাই একসঙ্গে আসবে তাই বল।" এই কথা বলেই বর্শাটা উঁচিয়ে নিয়ে যে লোকটা কথা কাটা-কাটি করছিল, তার দিকে এগিয়ে গেল।

ভাগ্যিস অশ্বরাজ রোজিনেণ্ট হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল নইলে একটা কাণ্ড ঘটে যেত তখনই।

রোজিনেণ্ট হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তার আরোহীও মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার পর উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু এমনভাবে সে বর্ম-চর্ম পরেছিল যে, তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। উঠতে না পারলেও শুয়ে শুয়েই সে ওদের যাচ্ছেতাই বলে গালাগালি দিতে লাগল।

ওদের মধ্যে একজন অশ্বচালক তার ঐ সব গালি-গালাজ বরদাস্ত করতে পারল না। সে ছুটে এসে কুইকজোটের বর্শাটা ভেঙ্গে খণ্ড-খণ্ড করল। তারপর তারই এক খণ্ড নিয়ে তাকে এমনভাবে আগাগোড়া পেটালো সে মহাবীর প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে থাকল সেখানে, আর কল্পনার ঘোরে বিড়্ বিড়্ করতে লাগল।

ঠিক এমনি সময়ে তারই গ্রামের একজন চাষী যাচ্ছিল তার গাধা নিয়ে। একটি লোককে রাস্তার ধারে মড়ার মত পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ?" কুইকজোট্ তখনও ভাবছে, সে একজন মহাবীর এবং দস্যু সর্দারদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কুইকজোট্ বলল, "কে তুমি জানিনা আমি
—শত্রু যদি হও, এক পাও এগিয়েছ যদি
শিরশ্ছেদ করিব তোমার।"

চাষীটি দেখল, লোকটি তাদের গাঁয়েরই ডন কুইকজোট্। সে তখন তাকে অতিকষ্টে তুলে নিয়ে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল। বীরের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি তার ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা দিল।

যখন তারা গ্রামে পৌছল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই অন্ধকারে লোকটি কুইকজোট্‌কে তার বাড়ীতে নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সারাদিনের মধ্যে তার কোন সন্ধান না পেয়ে বাড়ীর লোক তো ভেবে অস্থির। গাঁয়ের মোড়ল, পুরুত, কুইকজোটের ভাইঝি, যে মেয়ে-লোকটি গৃহস্থালী দেখত সবাই মিলে জটলা করছে—সব অনর্থের মূল হচ্ছে ঐসব আজগুবি বীরত্বের বই। ঐসব বই পড়ে পড়েই তো কুইকজোটের মাথায় যত সব পাগলামী ঢুকল। ভাইঝি বলল, বইগুলি এতদিন তাদের পুড়িয়ে ফেলাই উচিত ছিল।

ঠিক এমনি সময়ে চাষী লোকটি তার গাধার পিঠে করে নিয়ে এল মহাবীর কুইকজোট্‌কে। ভাইঝি ছুটে এল, মোড়ল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল। কুইকজোট্ বেশী কথা বলতে পারল না, কেবল বিড়্ বিড়্ করে বলল,—

রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করি পরিশ্রান্ত আমি
বিশ্রামের আছে প্রয়োজন।
কর আয়োজন খাদ্য ও পানীয় কিছু
আহারান্তে করিব শয়ন।

চার

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে ডন কুইকজোট্ ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই। ওরা সবাই মিলে ঠিক করল, এই ফাঁকে কুইকজোটের ঐ বইগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। ঐগুলিই'তো যত অনিষ্টের মূল। পুরুত-মশাই তার লাইব্রেরী ঘরের চাবিটা চেয়ে নিলেন কুইকজোটের ভাইঝির কাছ থেকে। তারা সবাই মিলে সেই ঘরে গিয়ে দেখলেন, মোটা মোটা বই সব সাজানো রয়েছে বইয়ের তাকে। ঠিক হ'ল এসব বই আর রাখা চলবে না কোনক্রমেই, তারা আগুণ জ্বেলে সেই সব বই পুড়িয়ে ফেলল। সেই কাগজপোড়া ধোঁয়ায় বাড়ীটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু কুইকজোট্ যখন ঘুম থেকে উঠে লাইব্রেরী ঘরে আসবে তখন? পুরুত এবং মোড়ল বলল, "তার ব্যবস্থাও আমরা করে ফেলেছি। রাজমিস্ত্রী ডেকে ঘরের দরজার বদলে সেখানে দেওয়াল দিয়ে দেওয়া হোক।

তাই করা হ'ল। পুরো দুদিন এক নাগাড়ে ঘুমোবার পর ডন কুইকজোট্ তার বিছানা ছেড়ে উঠল। উঠেই চলল সে লাইব্রেরী ঘরের দিকে। কিন্তু কোথায় সে লাইব্রেরী ঘর? কুইকজোট্ এদিক ওদিক ঘুরে ঘরের কোন সন্ধানই পেল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কুইকজোট্ যে মেয়ে লোকটি তার গৃহস্থালী দেখত তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার লাইব্রেরীটা কোথায় গেল বলত? বই-গুলো সব কোথায়?"

"কোন্ ঘরটার কথা তুমি বলছ কর্তা? এ বাড়ীতে লাইব্রেরীও

নেই বইও নেই। একটা শয়তান এসে সব তুলে নিয়ে গিয়েছে।”

ডন কুইকজোটের ভাইঝি এসে তাড়াতাড়ি বলল, “না, না, শয়তান নয়। একদিন রাত্রে মেঘের উপর চড়ে এসেছিল এক যাত্নকর। সে একটা সাপের উপর থেকে নেমে ঢুকল এসে সেই ঘরে। সেখানে সে কি করছিল আমি জানিনে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। আর সারাটা বাড়ী ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তারপর আমরা ওখানে গিয়ে দেখলাম সে ঘর নেই, বই-পত্রও নেই!

পাড়ার তুই একটা ছেলে মেয়েও সাক্ষী ছিল, প্রচুর ধোঁয়া দেখেছে তারা এই বাড়ীতে। এরপর ডন কুইকজোট্ মনমরা হয়ে মাত্র দিন পনর কাটালো বাড়ীতে। তারপর হঠাৎ আবার একদিন তার পুরণো বাতিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাকে দ্বিগ্বিজয়ে বেরোতে হবে। মনে পড়ল সেই তুর্গাধিপতির কথা—পরিচায়ক নিতে হবে সঙ্গে। কুইকজোট্ তার গ্রাম থেকেই যোগাড় করল স্যাংকো মাঞ্চা নামে একজন লোককে। লোকটি গরীব এবং বুদ্ধি-শুদ্ধিও ছিল তার কম। ডন কুইকজোট্ তাকে গোপনে ডেকে এমন সব বড় বড় কথা বলল, যে সে অবাধে বিশ্বাস করে নিল তার কথা। ডন কুইকজোট্ও তাকে বুঝালো যে এমনও হতে পারে যে তারা একটা দ্বীপ জয় করে নিল। তখন ঐ দ্বীপের রাজা স্যাংকো মাঞ্চাই হবে। রাজা হওয়ার লোভে স্যাংকো মাঞ্চা তার স্ত্রী-পুত্র, ঘরবাড়ী ছেড়ে, রাজী হয়ে গেল তার সঙ্গে যেতে। ডন কুইকজোট্

তার ঘরের জিনিস-পত্তোর বেচে বেশ কিছু টাকার ব্যবস্থা করল। নতুন জামাকাপড় নিল, আর একটা বর্শাও যোগাড় করে নিল।

কিন্তু স্যাংকো মাঞ্চা যাবে কিসে চড়ে? কুইকজোটের তো ঘোড়া আছে। স্যাংকো বলল, 'সেজন্য ভাববেন না হুজুর, আমার গাধা আছে। তাতে চড়েই আমি যাব।' 'সেটা কি ঠিক হবে?' মনে মনে ভাবল কুইকজোট্। সে অনেকক্ষণ ভেবে দেখল, কোন দ্বিগ্বিজয়ীর সঙ্গীই গাধার পিঠে চড়ে গিয়েছে বলে কোথায়ও উল্লেখ নেই। কিন্তু উপায় কি? ডন কুইকজোট্ তাকে বলল, "মহাবীরের সঙ্গী, ভবিষ্যতে যে একটা দেশের রাজা হবে তার গাধার পিঠে চড়ে যাওয়া মানায় না। যাক্ প্রথমেই যে যোদ্ধাকে আমি পরাস্ত করব, তার অশ্বটি তোমাকেই দিয়ে দেবো।

কাউকে কিছু না বলে গভীর রাত্রে একদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল ডন কুইকজোট্ আর স্যাংকো মাঞ্চা। অনেক পথ চলবার পর রাত্রি প্রভাত হল। তারাও নিশ্চিন্ত হল যে চেনা লোক আর কেউ দেখতে পাবে না তাদের।

পথ চলতে চলতে স্যাংকো জিজ্ঞাসা করে, "হুজুর, মনে আছে তো আমাকে রাজা করে দেওয়ার কথা?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই" উত্তর দেয় ডন কুইকজোট্। "বিশ্ব বিজয়ী বীরের কাজই হচ্ছে বিজিত রাজ্য তার অনুচরকে দিয়ে যাওয়া।"

"আমি রাজা হলে আমার স্ত্রী তেরেশা মাঞ্চা রাণী হবে তো? ছেলে-মেয়েরা হবে রাজপুত্র আর রাজকন্যা?"

"সে কথা আর বলতে!" 'উত্তর দেয় ডন কুইকজোট্। রাজার

স্ত্রী হয় রাণী আর ছেলে-মেয়েরা হয় রাজ-পুত্তুর আর রাজকন্যে সে ত' সবাই জানে!'

"যাক্, ওদের ভবিষ্যৎ হয়ে গেল। তাহলে এবার আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে যাওয়া যাবে।"

খানিকদূর গিয়ে তারা পড়ল একটা মাঠের মধ্যে। ঐ মাঠের মধ্যে ছিল ত্রিশ-চল্লিশটা হাওয়া কল। বাতাস লেগে পাখা ঘুরত আর কলে গম পেষাই হ'ত। মাঠের মধ্যে দানবের মত ওগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ডন কুইকজোটের মাথা গেল খারাপ হয়ে। সে ভাবল, ভালই হল মহাবীরের কাজই হচ্ছে যুদ্ধ। এই দানবগুলিকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে আমি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করব।

ঃ "স্যাংকো, দেখছ ?"

ঃ "কি হুজুর ?"

ঃ ঐযে দানবগুলি লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে দাড়িয়ে আছে ওখানে ?

ঃ ওগুলিত হাওয়াকল হুজুর! আর হাতের মত ওগুলিত কলের পাখা!

ঃ তোমার মাথা—রাগ করে বলল কুইকজোট্। 'তুমি কিচ্ছু জানো না। আর জানবেই বা কি করে? কোনদিন ত' মহাবীরদের কাহিনী পড়নি! কিভাবে দৈত্য দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাও জানো না।

ঃ আমি বলছি—

"থাক্ আর বলতে হবে না। তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক, একপাশে

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখ, কি করে মহাবীরেরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে।"

এই বলে তার বর্শা উচিয়ে ডন কুইকজোট্ ছুটিয়ে দিল তার ঘোড়া রোজিনেণ্টকে। কলের পাখা তখন ঘুরছিল পুরোদমে। দূর থেকে তা বুঝা যায় নি। ডন কুইকজোট্ যেই তার বর্শা দিয়ে আঘাত করেছে সেই ঘুরন্ত পাখায়, অমনি বর্শাটি ভেঙ্গে চৌচির! সেই সঙ্গে ডন কুইকজোট্ আর তার ঘোড়াটিও চিৎ-পটাং!

স্যাংকো মাঞ্চা তা দেখতে পেয়ে তার গাধা নিয়ে ছুটল সেখানে।

ঃ হুজুর আমি আগেই বলেছিলাম।

ঃ "চুপ কর"—ধমক দিল কুইকজোট্। তার মাথাটা পড়েছে নীচের দিকে আর পা দুটো উপরে। ঘোড়ার রেকারীতে তার পা গিয়েছে আটকে। ঘোড়ার অবস্থাও ততোধিক। তার পা চারটে উপর দিকে আর মাথাটা পড়েছে একটা গর্তের মধ্যে।

ঃ 'স্যাংকো মাঞ্চা, তুমি কিচ্ছু জানো না। এসব হচ্ছে সেই যাদুকরের কাণ্ড, যে যাদুকরটা আমার লাইব্রেরীটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সেই ঐ দানবগুলিকে যাদুমন্ত্রে হাওয়াকল করে দিয়েছে।

স্যাংকো মাঞ্চা ভাবল, এই রকম মহাবীরের পাল্লায় পড়ে তার কপালেও কত দুর্গতি আছে কে জানে!

ঃ হুজুরের কি খুব লেগেছে?

ঃ দৈত্য-দানবের সঙ্গে লড়তে গেলে ওরকম লেগেই থাকে। তুমি রোজিনেণ্টকে টেনে তোল, আর জিনের রেকারী থেকে আমার পা'টা ছাড়াতে পার নাকি দেখ।

পাঁচ

ধীরে ধীরে তারা আবার চলতে আরম্ভ করল ; কিন্তু ক্ষিদেয় ডনের পেটের মধ্যে তখন ইঁদুরে ডন দিচ্ছে। "ভায়া স্যাংকো, তোমার ঐ থলিটার মধ্যে খাবার-টাবার কিছু আছে ?" "আর লজ্জা দেবেন না হুজুর, ওর মধ্যে দু'চারখানা পোড়া রুটি আছে। কিন্তু তা কি আর হুজুরের মত মহাবীরের খাদ্য ?"

ঃ কিছুই জানো না তুমি স্যাংকো মহাবীরদের কি আর খাওয়ার কিছু বাদ-বিচার আছে, না সে সময় আছে তাদের ? মাসের মধ্যে একবার খেলেই তাদের যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি বীরের কাহিনী পড়ে থাকো তাহলে দেখবে দুর্গাধিপতিরা তাদের পেলে আদর আপ্যায়ন করে প্রচুর খাইয়ে দেয়। অন্য সময় তাদের প্রায় হাওয়া খেয়েই থাকতে হয়। তবে কথা কি জানো ? যুদ্ধ আর পথশ্রমে ক্ষুধা তো আর কথা শুনবে না, তখন মহাবীরেরা তুমি যে রুটির কথা বললে তাও আনন্দের সঙ্গেই খায়।

দুজনে তখন পথ চলতে চলতে সেই বাসি রুটিগুলো খেয়ে নিল। মহাবীরেরা কোথায় কিভাবে কি খেয়েছিল ডন তার বইতে যা পড়েছে, সে সব বলতে লাগল স্যাংকোকে। এইভাবে তারা উপস্থিত হ'ল একটা বনের মধ্যে। ডন বলল, "ভায়া, এখানে খানিক বিশ্রাম করলে হ'ত না ?" "বেশ তাই করুন", বলল স্যাংকো। তারপর রোজিনেন্ট কে ছেড়ে দিল ঘাস খাওয়ার জন্য, আর নিজেরা বসল একটা গাছের তলায়।

সেই বনে ঘোড়া চরাতে এসেছিল কতকগুলি লোক। তারা নিজেরা যেমন দুর্ধর্ষ, তাদের ঘোড়াগুলিও তেমনি পাজী। রোজিনেন্ট কে দেখেই তারা পা ছুঁড়ে আর চিঁহি চিঁহি করে ছুটে এল। বাইরের একটা ঘোড়া এসে তাদের ঘোড়ার সঙ্গে মারামারি করছে মনে করে লোকগুলি লাঠি নিয়ে এসে রোজিনেন্টকে দমাদম কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। ডন দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে ছুটে এল তার বর্শা নিয়ে। স্যাংকো বারবার তাকে নিষেধ করল, ওরা অনেক লোক, ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

"তুমি একটি ভীরু, স্যাংকো—হলোই বা ওরা অনেক, আমি যে মহাবীর, একাই এক'শ তা জানো ?"

ডন তার বর্শাটা নিয়ে ছুটে এলো। তারাও তাদের লাঠি-শোটা নিয়ে এগিয়ে এলো। তারপর মারামারি। ওদের অতগুলি লোকের সঙ্গে ডন একা পেরে উঠবে কেন ? তারা একসঙ্গে লাঠিপেটা করে ডনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। ডনের মুখে আর কথা নেই—মরে গেল নাকি লোকটা ? ভয়ে ভয়ে তারা তাদের ঘোড়াগুলি নিয়ে সরে পড়ল সেখান থেকে। স্যাংকো গাছের আড়াল থেকে সব দেখছিল। ওরা চলে গেলে এগিয়ে গিয়ে সে বলল, "হুজুর, কেমন আছেন ? মরে যান নি তো ?"

ডন বিড়্ বিড়্ করে বলল, "তোমার মত ভীরু যারা তারা বারে বারেই মরে ; কিন্তু জেনে রাখো স্যাংকো মহাবীরেরা একবার মাত্র মৃত্যুকে বরণ করে।"

ঃ এটা লাখ কথার এক কথা বলেছেন। এবার উঠুন হুজুর।

“উঠবার কি আর যো রেখেছে ওই গুণ্ডাগুলো? অসভ্য, বর্বরের সঙ্গে মহাবীরের কি যুদ্ধ করা চলে?”

“ঠিকই বলেছেন হুজুর—এই ব'লে স্যাংকো তাকে কোলপাঁজা করে তুলে তার গাধার পিঠেই চড়াল; কারণ রোজিনেণ্ট তখন ঠেঙ্গানী খেয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। সে আর চলতে রাজী নয়। স্যাংকো তখন বুদ্ধি করে তার গাধার লেজের সঙ্গে রোজিনেণ্টের লাগামটা বেঁধে দিল। গাধাটিই তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

সন্ধ্যা নেমে এল। চলতে চলতে তারা সম্মুখে দেখতে পেল একটা বাড়ী। ডন কুইকজোট্ বলল, “স্যাংকো চেয়ে দেখ, সম্মুখে ঐ একটা দুর্গ দেখা যাচ্ছে।” “স্যাংকো বলল, “দুর্গ কোথায় হুজুর? ওতো একটা সরাইখানা।” ডন গম্ভীর হয়ে বলল, “তার বেশী আর কি মনে করতে পার তুমি! ইতিহাস তো পড়নি, মহাবীরদের কাহিনীও জানো না। দেখ, ওটা একটা দুর্গ। দুর্গাধিপতি নিশ্চয়ই মহাবীরের উপযুক্ত মর্যাদা দেবে ওখানে।”

তারা সেখানে ঢুকে গেল। ডন কুইকজোটের নড়বারও শক্তি নেই দেখে বিচালী পেতে তার শোওয়ার জায়গা করে দেওয়া হ'ল। সরাই রক্ষকের স্ত্রীটি বেশ ভাল লোক। ডনের ক্ষত-বিক্ষত দেহে সে মালিশ লাগিয়ে দিল। শুয়ে শুয়েই ডন খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। সকালে ডন বেশ সুস্থ মনে করল নিজেকে। আবার বিজয়-যাত্রার ইচ্ছে জেগে উঠল তার মনে। সরাই রক্ষকের স্ত্রীকে ডেকে বলতে লাগল, “এই দুর্গের অধীশ্বরী তুমি।”

আপ্যায়ন করেছ আমারে বিধিমত
কহ ভদ্রে, যদি কেহ শত্রু থাকে তব
অমিত বিক্রমে আমি নাশিব তাহারে।

সরাই রক্ষকের স্ত্রী ডন কুইকজোটের কথার এক বর্ণও বুঝতে পারল না, ভাবল বিকারের ঘোরে ডন কি সব ভুল বকছে।

তারপর সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আর একটা লম্বা লাঠি নিয়ে এগিয়ে চলল। লাঠিটাকে সে তার বর্শা মনে করে নিল। সম্মুখে দেখা হল সরাই রক্ষকের সঙ্গে। ডন গম্ভীর গলায় তাকে বলল : দুর্গাধিপতি আপনারা আমাকে যে সব সৌজন্য দেখিয়েছেন আমি সেজন্য পরিতুষ্ট। অতঃপর যদি আপনার উপর কোন দুর্বৃত্ত অত্যাচার করে তাহলে একবার শুধু মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট্‌কে খবরটা দেবেন। আমি তার সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

সরাই রক্ষকও গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, "দেখুন বীরবাহু, অত্যাচারীকে শায়েস্তা করতে আমি নিজেই বেশ জানি ; সেজন্য আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। তার চেয়ে বড় কথা আমার টাকাটা ফেলুনতো।"

: টাকা ! কিসের টাকা ?

: রাত্রে ঘোড়া আর গাধার বিচালীর খরচ আর আপনাদের দুজনের খাওয়া থাকা বাবদ সরাইখানার যা' প্রাপ্য।

: সরাইখানা !—এটা কি সরাইখানা নাকি ?

: তবে কি এটাকে আপনার পৈতৃক বাড়ী মনে করেছেন নাকি ?

: আমার তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে তাহলে ! আমি মনে করেছিলাম এটা একটা দুর্গ এবং আপনি সেই দুর্গাধিপতি। কিন্তু তা

যখন নয় বলছেন, তখন এই জঘন্য টাকা পয়সার ব্যাপার থেকে আমাকে রেহাই দিতে হবে ; কারণ মহাবীর ব্রতে যারা দীক্ষা নেয় তাদের কখনও থাকা খাওয়ার জন্য মূল্য দিতে হয় না। জগতের কল্যাণের জন্যই তাদের আবির্ভাব যে কোনও জায়গায় আহার-বাসস্থানে তাদের ন্যায্য অধিকার। এই যে নিয়ম চলে আসছে চিরকাল তাতো' আমি লঙ্ঘন করতে পারি না।

ঃ এর কোন মানে হয় ? —রাখুন আপনার মহাবীর ব্রত'। আমার প্রাপ্যটা চুকিয়ে দিন আপনার ও সব বড় বড় কথায় আমার দরকার নেই।

ঃ আপনি একটি গণ্ডমূর্খ সরাই রক্ষক। আপনার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। এই বলেই কুইকজোট্ তার অশ্বরাজের পিঠে চেপে কুড়িয়ে পাওয়া বর্শা উঁচিয়ে তিন লাফে সরাইখানার দরজা পার হয়ে গেল। সরাইখানার লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল। কিন্তু ডনকে ধরতে পারল না কেউ। অগত্যা তারা পাকড়াও করল স্যাংকো মাঞ্চাকে। বলল, "তোমাকেই সব টাকা দিতে হবে।" স্যাংকো বলল, "সেটি হচ্ছে না। মহাবীর ব্রত যিনি নিয়েছেন, সেই দিগ্বিজয়ী বীরের সহচর আমি। তিনি যা করবেন আমাকেও ঠিক তাই করতে হবে। ব্যতিক্রম ত' হতে পারে না।"

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল একদল লোক। সরাই রক্ষকের ন্যায্য টাকা না দিয়ে পালাচ্ছে দেখে তারা স্যাংকোকে ধরল। একজন নিয়ে এল সরাই রক্ষকের বিছানা থেকে একটা বড় কম্বল। ঐ কম্বলের চারদিকে চারজনে ধরল। তারপর স্যাংকোকে গাধার পিঠ থেকে তুলে এনে তাকে ফেলে দিল ঐ কম্বলের মাঝখানে।



উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, তাদের যা মতলব তাতে ছাদটা বড় নীচু। তাই তারা স্যাংকোকে নিয়ে এল বাইরে ফাঁকা জায়গায়। তারপর স্যাংকোকে নিয়ে চলল তাদের কম্বলের খেলা। কম্বলের চারদিক ধরে জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে তারা স্যাংকোকে ছুড়ে দিতে লাগল শূন্যে। হাত পা ছুঁড়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে সে ধপ্ করে আবার পড়ে এসে সেই কম্বলের মধ্যে। আবার শূন্যে, আবার কম্বলে।

এইভাবে স্যাংকোকে নিয়ে 'শাট্ল কক্' খেলা অনেকক্ষণ ধরে চলল তাদের। স্যাংকোর পরিত্রাহি চিৎকার দূর থেকে কুইকজোটের কানে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে বীর বিক্রমে সে ছুটে এল সরাইখানায়। কিন্তু সরাইখানার দরজা তখন বন্ধ। ভিতরে ঢুকবে কি করে? বাইরে থেকে সে দেখতে পেল বেচারী স্যাংকো যাদুকরের হাতের বলের মত শূন্যে উঠছে আর নীচেয় পড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরে তাকে এইভাবে কম্বলের খেলা খেলে সেই লোকগুলোও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে তারা স্যাংকোকে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে সরাইখানার বাইরে এনে ছেড়ে দিল।

ছয়

স্যাংকো আর গাধার পিঠে বসতে পারছে না ভালোকরে। তার সর্বাঙ্গ ব্যথা। কোনও রকমে সে তার প্রভুর কাছে এসে উপস্থিত হল। নতুন কায়দায় বড় বেজায় ঠ্যাঙানী দিয়েছে হুজুর, কিন্তু পয়সা দিইনি একটাও।

ঃ দাওনিতো ? —বেশ করেছ।

ঃ কিন্তু আমি ক্রমেই বুঝতে পারছি হুজুর এরপর অপমৃত্যু ঘটবে আমাদের। ঢের হয়েছে আর দ্বিগ্বিজয়ে কাজ নেই, ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে চলুন।

কুইকজোট্ তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর। দ্বিগ্বিজয়ের কতটুকুই বা তুমি জানো ? এমন দিন আসবে যেদিন তুমি বুঝবে এটা কতবড় সম্মানজনক কাজ।

ঃ তা হতে পারে ; কিন্তু আপাততঃ আমি সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ী থেকে বেরোবার পর এ পর্যন্ত তো কেবল ধোলাই খেয়েই মরছি !

পথ দিয়ে চলতে চলতে ডন কুইকজোট্ দেখল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে যেন একটা ধূলোর মেঘ। সে স্যাংকোর দিকে তাকিয়ে বলল,—আজ দেখবে আমার বাহুবল, আজ আমি যে বীরত্ব দেখাব, তা লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে। ঐ যে ধূলোর মেঘ দেখছ স্যাংকো সম্মুখদিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। ডন কুইকজোট্ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'তুমি একটা

হাঁদারাম। দেখতে পাচ্ছনা একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

'তাই যদি হয়,' স্যাংকো উত্তর করল, 'তাহলে ছদিক থেকে ছুটো সৈন্যদল আসছে। উল্টো দিকেও দেখুন আর একটা ধূলোর মেঘ।

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। একদল আসছে অত্যাচার করতে, অপর দল আসছে তাদের বাধা দিতে। এই বিরাট যুদ্ধে আমরা ছুর্বলের পক্ষই সমর্থন করব।

ঃ আমি বলি কি হুজুর—কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, নলখাগড়ার প্রাণ যায়। আসুন সময় থাকতে আমরা প্রাণ নিয়ে পালাই।

ঃ তুমি একটি ভীরু, কাপুরুষ! অত্যাচারীর বিনাশ আমার জীবনের মন্ত্র। আমি মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট্। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, সৈন্যদল আগতপ্রায়। ঐ শোন তাদের অশ্বের হ্রেষা রব, দুন্দুভির নির্ঘোষ।

ডন কুইকজোট্ তার বর্শা আস্ফালন করে এগিয়ে চলল। ধূলোর ভিতর দিয়া ছদিক থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু অসংখ্য ভেড়ার পাল। তাতেও ডন কুইকজোট্ পিছপা নয়—সেই ভেড়ার পালকেই সে বর্শা নিয়ে আক্রমণ করে বসল।

স্যাংকো ছুটে এসে বলল, 'করছেন কি হুজুর, সৈন্য কোথায়? এযে ভেড়ার পাল। ডন কুইকজোট্ বা-হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'সরে যাও, ভীরু কাপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নাহি স্থান তব।

কিন্তু ভেড়ার পালের রক্ষক ছিল সঙ্গে। তারা ভাবল লোকটা

পাগল। অমনি তারা ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল ডন কুইকজোট্‌কে লক্ষ্য করে। গ্রাহ্য করল না ডন কুইকজোট্ এইসব ঢিলকে। বর্শা উঁচিয়ে সে গর্জে উঠল ঃ

সৈন্যমাঝে অন্তরীক্ষে যেথা আছ বীর
হও অগ্রসর, সমরের সাধ তব
মিটাইব, ধর অস্ত্র যা আছে তোমার।

কিন্তু প্রচণ্ড ঢিল-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তখন। ডনের কপাল গেল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল সারা দেহে। শেষটায় টাল সামলাতে না পেরে চার হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঘাড় মুখ গুঁজে ডন কুইকজোট্ ঘোড়া থেকে সটান পড়ে গেল মাটিতে।

ভেড়ার পালের রক্ষকেরা দেখল, লোকটা তো মরেই গেল, হয়তো! সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয় ভেবে তাড়াতাড়ি তাদের ভেড়ার পাল তাড়িয়ে পালিয়ে গেল তারা আর এক পথ দিয়ে।

দূর থেকে স্যাংকো এসবই দেখছিল। তাড়াতাড়ি সে ছুটে এল ডন কুইকজোটের কাছে। বলল, 'তখনই তো বলেছিলাম হুজুর, ওসবের মধ্যে যাবেন না। একপাল ভেড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে এই অবস্থা হ'ল ত' আপনার। ডন কুইকজোট্ মাটিতে পড়েও জ্ঞান হারায়নি। স্যাংকোর কথায় সে বিরক্ত হয়ে বলল,—

মেষপাল কহিছ কাহারে কাপুরুষ ?
কর নাই কোনদিন যুদ্ধ অভিযান।
বুঝিতে তাহলে, যাদুবলে সৈন্যদল
ভয়ে রূপান্তর নিয়ে গিয়াছে পালায়ে !

সাত

পথ চলতে চলতে ডন কুইকজোট্ দেখল, প্রায় দশ-বার জন লোককে মাজায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আছে তুজন অশ্বারোহী, আর তু'জন পদাতিক রক্ষক। ডন কুইকজোট্ বলল : এটা হচ্ছে ক্রীতদাসের দল, জোর করে এদের জাহাজে পাঠানো হচ্ছে। স্যাংকো বাধা দিয়ে বলল, এওতো হতে পারে হুজুর, যে এরা সব চোর পকেটমার। অপরাধের জন্য আইনমত এদের সাজা হবে তাই—

ডন কুইকজোট্ ঘাড় নেড়ে বলল, 'তা যাই বল, আসল কথাটা হচ্ছে, এরা কেউ স্ব-ইচ্ছায় যাচ্ছে না। জোর করে এদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে এখানে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে—অত্যাচারীকে ধ্বংস করে নির্যাতিতকে রক্ষা করা।

স্যাংকো বলল, হুজুর, মনে রাখবেন এর পেছনে মেষ-পালক নয়, স্বয়ং রাজা রয়েছেন কিন্তু!

ইতিমধ্যে এসে পড়ল বন্দীদের নিয়ে রাজার প্রহরীরা। ডন খুব ভদ্রতার সঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসা করল : এরা সব কারা? এদের এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?

প্রহরী বলল : এরা সব কয়েদী-আসামী জাহাজে পাঠাবার জন্য এদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু আমার কাজ নির্যাতিতদের রক্ষা করা। বলতে না বলতে ডন কুইকজোট্ তার বর্শা নিক্ষেপ করে একজন ঘোড়-সওয়ারের

উপর। লোকটা বুঝতেও পারেনি যে এমন আকস্মিকভাবে তাকে আক্রমণ করা হবে। টাল সামলাতে না পেরে সে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। তা দেখে আর আর প্রহরীরাও পরক্ষণেই তরবারি খুলে এগিয়ে এল ডন কুইকজোটের দিকে। দূর থেকে স্যাংকো দেখল এবার আর তাকে বাঁচানো গেল না। কিন্তু ইতিমধ্যে বন্দী লোকগুলো ছাড়া পেয়ে ডন কুইকজোটের সঙ্গে যোগ দিল। প্রহরীরা বেগতিক দেখে পালিয়ে গেল।

বন্দীরা তখন ডন কুইকজোট্‌কে বলল, 'আপনার জন্যই আমরা আজ মুক্তি পেলাম। বলুন আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?

ডন গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার কিছুই করবার নেই তোমাদের। আমার ব্রতই হল অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা। তবে হ্যাঁ, তোমরা একটা কাজ করতে পার, সেটা তোমাদের কর্তব্য। যে শৃঙ্খল থেকে তোমাদের মুক্ত করেছি সেগুলি নিয়ে যাও আমার হবু সুন্দরী ডালসিনিয়ার কাছে। তাকে গিয়ে বল আমার অপূর্ব বীরত্বের কথা। তারপর তার নির্দেশমত যেখানে খুসী তোমরা চলে যাবে।

কিন্তু বন্দীরা ভেবে দেখল, পালাতে কাল-বিলম্ব করলে আবার তাদের বন্দী হতে হবে এবং ওদের ওপর হবে নৃশংস অত্যাচার। ডন কুইকজোট্ কিন্তু তাদের পীড়াপীড়ি করতে লাগল খুব; কারণ সুন্দরী ডালসিনিয়াকে তার বীরত্ব কাহিনী শোনাবার এমন সুযোগ আর পাবেনা সে কখনও।

কথা কাটা-কাটির পর ডন কুইকজোট্ তাদের অকৃতজ্ঞ, নরাধম, ছুঁচো বলে গালাগালি দিতেই তারা খাপ্পা হয়ে উঠল ডন

কুইকজোটের উপর। পরিশেষে বেধে গেল মারামারি। পাথর ছুঁড়তে লেগে গেল তারা। ডন চিৎ-পটাং হয়ে পড়ে গেল তার রোজিনেণ্টের পিঠ থেকে। তারপর জেলের ছাড়া পাওয়া বন্দীরা ডন কুইকজাটের যা কিছু সব লুট করে নিয়ে চলে গেল।

কাতরাতে কাতরাতে ডন স্যাংকোকে বলল, 'দেখ কথায় বলে, ছোটলোকদের উপকার করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা। তোমার কথা যদি আমি শুনতাম তাহলে, এ বিপত্তিটা আর হ'ত না। যাক্ যা হবার তা হয়েছে। এখন আমাকে ধৈর্য ধরে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হতে হবে।' 'এখনই হয়তো রক্ষীদল এসে পড়বে', স্যাংকো ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল। 'হুজুর, আমার কথার কিছু মূল্য আছে যদি মনে করে থাকেন, তাহলে বলে রাখি, রক্ষী পুলিসের সঙ্গে বীরত্ব দেখাতে যাবেন না। ওরা আপনাদের মত বীরপুরুষদের তৃণ জ্ঞান করে। এই যে আপনি রক্ষীদের হাত থেকে বন্দীদের ছেড়ে দিলেন এর পরিণাম অনেক দূর গড়াতে পারে। রক্ষীর দল এখনই এসে পড়তে পারে। এখনও সরে পড়ুন।

ঃ তুমি একটি ভীরু কাপুরুষ। রক্ষী পুলিসদের আমি একটুও ডরাই না। তবে হ্যাঁ, তুমি যখন বলছ তখন এবারকার মত তোমার কথা মতই চল সরে পড়ি—কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না যে, আমি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছি। কেবল তোমার অনুরোধে পড়েই—

ঃ হুজুর যে কি বলেন! যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার মানে কি আর পালিয়ে যাওয়া? তাছাড়া সম্পদের চেয়ে বিপদটাই যেখানে বড় সেখানে অবস্থান করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তাড়াতাড়ি করে ওরা লুকালো গিয়ে এক পাহাড়ের গুহায়। পাহাড়ের এই নির্জন বনের মধ্যে এসে ডন কুইকজোটের মনে কেমন একটা বিরাগী হওয়ার ইচ্ছা জেগে উঠল। তার মনে হল সংসার মিথ্যা, জীবনও বৃথা, যদি না সে তার মানসী ডালসিনিয়াকে না পায়। তখন সে তার প্রেয়সীর কাছে একখানা চিঠি লিখে পাঠালো স্যাংকোর হাতে। স্যাংকো যদিও জানত, ডালসিনিয়া বলে কেউই নেই কোথায়ও—ওটা ডন কুইকজোটের একটা উদ্ভট কল্পনা মাত্র, তবুও সে চিঠি নিয়ে যেতে রাজী হল।

এবার সে কুইকজোটের ঘোড়া রোজিনেণ্টের পিঠে চেপেই রওনা দিল। পথ দিয়ে চলতে চলতে সে উপস্থিত হ'ল সেই সরাইখানার কাছে, যেখানে তাকে কম্বল-ধোলাই দেওয়া হয়েছিল। কথাটা ভাবতেই ভয়ে যেন তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঐ সরাইতে উঠেছিল এসে স্যাংকোরই দুজন গাঁয়ের লোক। তারা ডন কুইকজোট্‌কে খুঁজতে বেরিয়েছে। দূর থেকে স্যাংকোকে আর কুইকজোটের ঘোড়াকে দেখে তারা চিনল। ছুটতে লাগল তারা স্যাংকোকে ধরবে বলে।

এদিকে স্যাংকো ভাবল, এরা নিশ্চয়ই সেই ধোলাই-দেওয়া লোক। ওকে হয়তো তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে নতুন করে আবার ধোলাই দেবে বলে। ওরা যত হাত উঁচু করে ডাকছে স্যাংকোকে সে ততই জোরে ছুটাচ্ছে তার ঘোড়া। কিন্তু রোজিনেণ্টের নামের বাহার থাকলেও আসলে তো সে হাড় বের করা একটা ফক্‌রে ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়! —ওরা ছুটে এসে ধরে ফেলল স্যাংকোকে।

ওরা হচ্ছে দুজনে গাঁয়ের পুরোহিত আর নাপিত। ওরাই ডন কুইকজোটের বই-পত্র সব আগুনে পুড়িয়েছিল।

ঃ ওহে স্যাংকো মাঞ্চা শোনো, শোনো। তোমার প্রভুটি গেলেন কোথায় বীর ডন কুইকজোট্ ?

স্যাংকো ওদের চিনতে পারল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। কিন্তু তার ইচ্ছা নয় তার প্রভুর বিবাগী হওয়ার কথা ফাঁস করে দেয়। সে বলল, 'বীর কুইকজোট্ এখন কার্যান্তরে ব্যাপৃত আছেন। কোথায় আছেন তা বলা নিষেধ।" "বুঝতে পেরেছি", বলল পুরোহিত। "তুমি তাকে খুন করে তার ঘোড়া নিয়ে পালাচ্ছ— এইতো" ?

ঃ কি জন্যে আমি তাঁকে খুন করব ? তাঁর আছেই বা কি, যার জন্য আমি তাঁকে খুন করে পালাব ? আর আমি কি সেই লোক ? ওসব খুন-খারাপী কাণ্ডের মধ্যে আমি কোন কালেই থাকি না। ঐ যে পাহাড় দেখছ বীর কুইকজোট্ ওখানে এক গুহায় বসে তপস্যা করতে লেগে গেছেন।

সব কথা খুলেই বলল স্যাংকো। এও বলে দিল যে বীরপুরুষটি তার এক প্রেয়সী ডালসিনিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সে একখানা প্রেম-পত্র নিয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

ঃ এতো বড় মজার ব্যাপার, হেসে গড়াগড়ি গেল তারা। তারা কুইকজোটের পাগলামীর কথা আগেই জানত। তারপর তারা ঠিক করল যেভাবেই হোক্ এই লোকটাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে এই ভাবে পথেই সে মারা যাবে।

পুরোহিত মহাশয় ঠিক করল সে একজন বিপন্ন মহিলা সেজে

কুইকজোটের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবে। স্যাংকো বলল নাপিত ভায়াই মেয়ে সাজলে মানাবে ভালো। এই নিয়ে তাদের তর্ক চলছে এমন সময় জুটে গেল একটি সুন্দরী মহিলা। নাম তার ডরোথি। মেয়েটি খুব আমুদে। ওদের সব কথা শুনে রাজী হয়ে গেল কুইকজোটের কাছে গিয়ে তাকে তার কঠোর সাধনা থেকে বিরত করতে। পুরোহিত আর নাপিত পরামর্শ করে স্যাংকোকে বলল, দেখ এই যে মহিলাটিকে দেখছ ইনি হচ্ছেন, ইথিওপিয়ার মিকোমিকোন রাজ্যের রানী—রাজকুমারী মিকোমিকোনা। শত্রুরা এর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। তোমার প্রভু বীর ডন কুইকজোট্ যদি এর রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিতে পারেন—

ডন কুইকজোটের প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল স্যাংকোর। ডন তাকে একটা রাজ্য দিয়ে দেবে কথা ছিল। এইবার বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইবেন। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে স্যাংকো বলল,—তা হ'লে আমাকেও একটা কোনও দ্বীপের রাজ্য দেবেন ত ? ডরোথি ভাবল,—যেমন পাগল প্রভু, তেমনি আহম্মক তার ভৃত্য ! 'নিশ্চয়'—বলল ডরোথি। 'কটা রাজ্য তুমি চাও? বড় একটা দ্বীপের রাজা করে দেবো তোমাকে। সেখানে তুমিই হবে সর্বে-সর্বা।

আমার স্ত্রী রাণী হবে ত? আর ছেলে মেয়েরা রাজপুত্তুর আর রাজকন্যা ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—উত্তর করে ডরোথি।

রওনা দিল ওরা ডন কুইকজোটের উদ্দেশ্যে।

আট

ওরা সকলেই গিয়ে উপস্থিত হ'ল সেই পাহাড়ের গুহায়। ডরোথি সোজা গিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে ডন কুইকজোটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কুইকজোট্ তাড়াতাড়ি হাত ধরে তাকে তুলতে গেল, কিন্তু ডরোথি অচল, অটল!

সে কুইকজোট্‌কে সম্বোধন করে বলল, হে মহাবীর, আমি এখান থেকে উঠব না যতক্ষণ না আপনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, এই নির্যাতিতা রমণীকে আপনি রক্ষা করবেন। আপনার অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী শুনে আমি বড় আশা নিয়ে দূর দেশ থেকে ছুটে এসেছি আপনার কাছে—আমাকে রক্ষা করুন।

ডন কুইকজোট্ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল ঃ বেশ আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমার দেশের রাজা, দেশ এবং আমার মানসী প্রিয়ার অমর্যাদা হয় এমন কিছু ছাড়া আমি আপনার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি।

ডরোথি বলল,—আপনি বীরযোদ্ধা। এ আপনারই যোগ্য কথা।

এমন সময় স্যাংকো এসে ডন কুইকজোটের কানে কানে বলল,—হুজুর, উনি যা চান তাতে রাজী হ'য়ে যান। যে সে লোক নন উনি। উনি হচ্ছেন রাজকুমারী মিকোমিকোনা। ইথিওপিয়ার মিকোমিকোন রাজ্যের রানী।

ডন কুইকজোট্ ডরোথির দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হে সুন্দরি,

নির্ভাবনায় আপনি আপনার প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে পারেন। আমি আপনার প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করব। বলুন আপনার কি প্রার্থনা।

ঃ আপনার মত প্রখ্যাত বীরযোদ্ধার কাছে এই রকম উত্তরই আমি আশা করে এসেছি। আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন ঃ একজন বিশ্বাসঘাতক আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। আপনি কথা দিন যে আপনার সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ রেখে সোজা আমি যেখানে নিয়ে যাবো সেখানে যাবেন এবং সেই শয়তানকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

ঃ আমি কথা দিচ্ছি। আপনার মনের সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন—শত্রুকে পরাস্ত করে আপনার রাজ্য পুনরুদ্ধার করে আমি দেবই। শুভকার্যে এক মুহূর্তও আর বিলম্ব করা চলবে না।

এই কথা বলেই কুইকজোট্ স্যাংকোকে আদেশ করল ঃ আমার অশ্ব রোজিনেন্টকে সজ্জিত কর আর এখনই নিয়ে এসো অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের সাজ।

এর পর তারা সকলে পাহাড় থেকে নেমে এল। প্রথমেই তাদের দেখা হল পুরোহিতের সঙ্গে। ডন কুইকজোট্ তাকে দেখেই চিনতে পারল। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—এই জনমানবহীন জায়গায় কি করে সে এল। পুরোহিত উত্তর করল,—সে ডাকাতের হাতে পড়েছিল। ডাকতেরা তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। তাই সে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে কুইকজোটের মত বীর যোদ্ধার কাছে এসেছে আশ্রয় নিতে।

ডন কুইকজোট্ একটু গর্বিত হ'য়েই ডরোথির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—আর আপনার ঘটনাটা কি ?

ঃ আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনতে যদি আপনার বিরক্ত না লাগে—

ঃ না, না। সেকি কথা! বীরব্রতে দীক্ষা নিয়েছে যাঁরা, অপরের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনাই তাঁদের কাজ—

ঃ হে মহানুভব বীর, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার নাম—মহিলাটি থেমে গেল ; কারণ পুরোহিত তার কি নাম দিয়েছিল তা' তার মনেই নেই !

ডনকুইকজোট্ গম্ভীর গলায় বলল,—কিছুই বিচিত্র নয়। হে ভদ্রে, আমি বুঝতে পারছি, আপনার মানসিক অবস্থাটা এতই বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছে যে আপনি যে রাজকুমারী মিকোমিকোনা এবং মিকোমিকোন রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী তা পর্যন্ত আপনি মনে করতে পারছেন না !

ঃ আপনি যথার্থই ব'লেছেন। রাজ্য হারিয়ে আমার মাথার ঠিক নেই।

তারপর সে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কল্পিত কাহিনী অপূর্ব কৌশলে ব'লে যেতে লাগল—কি করে শত্রু প্রবেশ করল রাজ্যে, কি করে সে প্রাণভয়ে পালিয়ে এল বীর ডন কুইকজোটের খোঁজে, —যাঁর বীরত্বের খ্যাতি সে এথিয়োপিয়াতেই শুনতে পেয়েছিল।

ডন কুইকজোট্ তার কাহিনী শুনে শত্রু নিধনে বেশ খানিকটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। সে বলল ঃ ভদ্রে, আর ভয় নেই আপনার। বিপন্না নারীকে উদ্ধার করা বীরের মহৎ কর্তব্য। আমি এই কর্তব্যে ব্রতী হ'য়েছি। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে শত্রুকে নিধন করে আপনার হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবই।

পরদিন তারা উপস্থিত হ'লেন সেই সরাইখানায়—যেখান থেকে স্যাংকো কম্বল-ধোলাই খেয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু আজ স্যাংকোর সঙ্গে আরও লোক থাকায় সে সাহস পেল খানিকটা। এবার ডন কুইকজোট্‌কে দেখে সরাইখানার মেয়েরা আগের মত ভয় পেল না। খানিকটা মজা করার মতলবেই তারা কুইকজোট্‌কে বেশ আদর আপ্যায়ন করল।

ডরোথির স্বামী ডন ফারনানডো অপেক্ষা করছিলেন এই সরাইখানাতে, রাত্রেই তিনি ডরোথিকে নিয়ে চলে গেলেন। পুরোহিত, নাপিত আর ওদের গাঁয়ের লোক ভাবনায় পড়ল,—এখন কি করে ডন কুইকজোট্‌কে তার গাঁয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। এপর্যন্ত সে রাজকুমারী মিকোমিকোনার পরিচালনায় চলছিল। এখন ত সে নাম-ভাড়ানো ডরোথি নেই। উপায়? ওরা ব'সে ব'সে মতলব ঠিক করল। সোজাভাবে তাকে আর মাঞ্চায় নেওয়া যাবে না। একটা সুন্দরী মেয়ে টেঁয়ে পেলেও তাকে বিপন্না সাজিয়ে,—তার দুঃখদুর্দশার কাহিনী শুনিয়ে কুইকজোট্‌কে নেওয়া যেত। তাই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

তারা এইসব আলোচনা করছে, এমন সময় সেই সরাইখানায় এল এক গাড়োয়ান তার গরুর গাড়ী নিয়ে। পুরুত মশাই তখনই সেই গাড়ী ভাড়া করে ফেলল। তারপর তারা সরাইরক্ষক ও তার লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি একটা কাঠের বড় খাঁচা তৈরি ক'রে ফেলল। নাপিত ভায়া সেই রাত্রেই বেরুল মুখোস কিনে আনতে। স্যাংকো কিন্তু এসব কিছুই জানে না।

পথশ্রমে ক্লান্ত ডন কুইকজোট্ আদর যত্ন পেয়ে অসাড় হ'য়ে

ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ দস্যুর মত মুখোস পরা চার পাঁচটি লোক উপস্থিত হ'য়ে তার হাত-পা বেশ করে কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে চ্যাং-দোলা করে একেবারে সেই গরুর গাড়ীর খাঁচার মধ্যে।

ডন কুইকজোট্ এটাকে কোনও যাছুকরের কাজ মনে করে সরাইখানার মালিকের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল ঃ

এ ছুর্গের অধিপতি, কোথা তুমি এবে ?
দেখ আসি দস্যুগণ ঘুম ঘোরে মোর
কি ছুর্দশা করিয়াছে ! যাছুকর কার্য
ইহা নাহিক সংশয়। বীর ব্রতে দীক্ষা
তুমি দিয়াছ আমায়। শীঘ্র আসি হেথা
কর পরিত্রাণ।

সরাইখানার মালিক কিন্তু এল না ; এল তার স্ত্রী আর মেয়েরা। তারা ত' সবই জানত। কুইকজোটের খাঁচার কাছে এসে তারা মায়াকান্না কাঁদতে আরম্ভ করল। ডন কুইকজোট্ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ তোমরা কেঁদোনা, তা হ'লে আমারও কান্না পাবে। কিন্তু কান্নাকাটি বীরের ধর্ম নয়, তাই আমি এ বিপদে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে পারছিনা। ছুর্গেশনন্দিনি, তোমরা প্রকৃতিস্থ হও। বীর যোদ্ধাদের এরকম অনেক বিপদ আপদের সম্মুখীন হ'তে হয়। এসব আমার শত্রুর কাজ। যাতে আমার বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যই তারা আমাকে এই ভাবে বন্দী ক'রেছে। কিন্তু কি করব, আমার হাত-পা বাঁধা নইলে—

ইতিমধ্যে স্যাংকো ডন কুইকজোটের খাঁচার কাছে এসে ফিস্

ফিস্ ক'রে বলল ঃ হুজুর চিন্তিত হবেন না। রাজকুমারী মিকোমিকোনা বললেন, এ ভালোই হল। গাড়ী ক'রেই আমরা বীরকে মাঞ্চার পথে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে জাহাজে মিকোমিকোন রাজ্যে উপস্থিত হবো।

ডন কুইকজোট্ অগত্যা এই ব্যবস্থাতেই রাজী হ'ল। গাড়ীর সঙ্গে চলল ছদ্মবেশী পুরোহিত, নাপিত এবং আরও দু'চার জন। স্যাংকো চলল পিছনে পিছনে তার গাধার পিঠে চেপে এবং সেইসঙ্গে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল, কুইকজোটের অশ্বরাজ রোজিনেণ্টকে।

পথে যেতে যেতে ডন কুইকজোট্ তার খাঁচার মধ্যে শুয়ে বলতে লাগল ঃ বীর যোদ্ধাদের অভিযান সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস আমি পড়েছি ; কিন্তু একজন বীরকে এইভাবে যাদু ক'রে খাঁচায় পুরে নিয়ে যেতে কখনও পড়িনি, শুনিনি বা দেখিনি! বীর যোদ্ধারা চিরকাল ঝড়ের বেগে ছুটে যায় শত্রুপুরীর দিকে, এমন শামুকের মত মন্থর গতির গরুর গাড়ীতে তারা যায় না! কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কুইকজোট্ আবার বলে, হবেও বা। দিনকাল ত' পালটাচ্ছে! আজকালকার যাদুবিদ্যা আর বীরত্বের অভিযানের ধারা বোধ হয় পাল্টে গিয়েছে।

পথ চলতে চলতে পুরোহিত হঠাৎ পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ছ'সাত জন অশ্বারোহী আসছেন তাদের দিকেই। তারা এসে ডন কুইকজোট্কে ঐ ভাবে খাঁচার মধ্যে বন্ধন দশায় দেখে বেশ বুঝতে পারলেন, লোকটা কোনও কুখ্যাত ডাকাত অথবা খুনী আসামী টাসামী একটা কিছু হবে। তবু তাদের ভিতর থেকে একজন পাদ্রী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—লোকটাকে তোমরা

এভাবে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ডন কুইকজোট্ তাঁর এই প্রশ্ন শুনে নিজেই বলল, 'মশায়ের যদি বীরব্রতে দীক্ষিতদের সম্বন্ধে কিছু জানা থাকে, তা হ'লে আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা কিছু বলতে পারি; কিন্তু তা যদি না থাকে তা হ'লে অনর্থক আমার ব'লে কিছু লাভ নেই।"

পাদ্রী সাহেব বললেন, তিনি বীরত্বের কাহিনী অনেক পড়েছেন। তার কথাও তিনি শুনলে খুশী হবেন।

তা হ'লে শুনুন, এই খাঁচার মধ্যে একজন যাদুকর আমাকে যাদু ক'রে রেখেছে। শয়তানরা ভালো কাজ দেখতে পারে না। আমি একজন বীরব্রতে দীক্ষিত মহা পরাক্রমশালী লোক। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমার নাম। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আদর্শ হ'য়ে থাকবে আমার নাম, আমার কীর্তি।"

পুরুত মশাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, 'ডন কুইকজোট্ দা লা মাঞ্চা যথার্থ বলেছেন। যাদুমন্ত্র দিয়ে তাকে এই গাড়ীতে, এটা তাঁর নিজের দোষে হয়নি। শয়তানের চক্রান্তেই তাঁর এই দুর্দশা!

এদের দুজনের একই রকম কথা শুনে পাদ্রী সাহেবত অবাক। তাঁর দলের লোকও হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ল।

স্যাংকোর কিন্তু শুভবুদ্ধি ফিরে এল। সে ভাবল, সত্যি কথাটা প্রকাশ ক'রে দেওয়াই ভালো।

সে বলল, দেখুন একটা বলি,—আমার প্রভু ডন কুইকজোট্ যদি যাদু হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে আমরা সকলেই আমি, আপনি সবাই যাদু হ'য়ে আছি। ডন কুইকজোট্ ত' বেশ দিব্য জ্ঞানেই

আছেন। তিনি আমাদের মতই বেশ খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, কথা বলছেন। ঠিক আগেও যেমনটি করতেন। তা হ'লে তাঁকে যাদু করা হ'ল কি ক'রে? যাদের যাদু করা হয়, শুনেছি তারা খেতে, ঘুমুতে বা কথা বলতে পারে না। প্রভু ডন কুইকজোট। তাঁকে না থামালে তিনি তিরিশটা উকিল-মোক্তারের চেয়ে বেশি ব'কে যাবেন!

পাদ্রীসাহেব ওদের একটা পাগলের দল মনে করে সেখান থেকে সরে পড়তে গেলেন; কিন্তু ছদ্মবেশী পুরুত মশাই তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, একটু এগিয়ে চলুন। নিরিবিলিতে সব কথা আপনাকে খুলে ব'লছি। পাগল আমরা সবাই নয়। কেউ এর মধ্যে উদ্ভট খেপাটে আছে আবার কেউ আছে তার সাকরেত। ওরা আস্তে আস্তে গরুর গাড়ী নিয়ে আসুক ততক্ষণে চলুন আমরা এগিয়ে যাই।

নয়

পুরুত মশাই ডন কুইকজোটের উদ্ভট সব কল্পনা আর তার পাগলামির সব ইতিহাস পাদ্রীসাহেবকে বলল। পাদ্রীসাহেব ছিলেন পণ্ডিত লোক, তিনি মন দিয়ে সব শুনলেন।

কথা বলতে বলতে তারা উপস্থিত হ'লেন একটা ছায়া শীতল গাছের তলায়। এখানে তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন স্থির করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই গরুর গাড়ী আর সঙ্গের লোকজনও সেখানে এসে উপস্থিত হল। ছোট্ট একটা পাহাড়ে নদী ব'য়ে যাচ্ছে সেখানে তর তর করে। এখানেই তারা খাওয়া দাওয়া সেরে নেবে মনে করল। স্যাংকো ডন কুইকজোট্‌কে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে পুরুত মহাশয়ের অনুমতি চাইল। পুরুত ব'লল,—ছেড়ে দেওয়ায় আপত্তি নেই; কিন্তু ছাড়া পেয়ে কুইকজোটের সেই পুরনো বাতিকগুলো যদি চাড়া দিয়ে ওঠে তবেই মুস্কিল।

'আমি সেজন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি'—বলল স্যাংকো, 'তাঁকে কিছুতেই পালিয়ে যেতে দেবো না।'

'আমিও কথা দিতে পারি'—বললেন পাদ্রী সাহেব। 'তিনি যদি বীর যোদ্ধা হিসাবে কথা দেন যে আমাদের সম্মতি ছাড়া তিনি যাবেন না'।

'আমিও তা হ'লে আমার কথা দিচ্ছি'—বলল ডন কুইকজোট্‌, 'আমার মত যাদু করা হ'য়েছে যাকে—সেকি কখনও ইচ্ছামত কোথায়ও চলে যেতে পারে?'

তারপর তারা তাকে খাঁচা থেকে বের করে বাঁধন খুলে দিল। ডন কুইকজোট্‌ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে আগে বেশ করে টান টান ক'রে নিয়ে গায়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নিল। তারপর গেল রোজিনেণ্টের কাছে। তার গায়ে তুই একটা আদরের থাপ্পড় মেরে বলল, তুঃখ করিস্‌নে রোজিনেণ্ট। আমি তোর পিঠে উঠে আবার রাস্তা দিয়ে ছুটব—আবার তুষ্কৃতদের বিনাশ করব যুদ্ধ ক'রে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তখন প্রস্তুত। ডন কুইকজোট্‌ নিরীহ, গোবেচারির মত বসল এসে আর সকলের মধ্যে।

পাদ্রীসাহেব তখন ডন কুইকজোট্‌কে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন,—এইসব আজগুবি, উদ্ভট বই পড়ে কেন সে সেগুলিকে সত্যি বলে মনে করেছে? যে সব বই পড়লে সত্যিই কিছু জ্ঞান হয় এমন বই তার পড়া উচিত।

পাদ্রীসাহেব যা বললেন ডন কুইকজোট্‌ তা মনোযোগ দিয়ে শুনল। তার পর কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল— আপনি কি তা হ'লে বলতে চান, জগতে কোনও দিন কোনও বীর যোদ্ধা ছিল না? বীরত্ব কাহিনীর যত বই সবই মিথ্যা? আমি ঐ সব বীরত্বের কাহিনী পড়ে ভুল করেছি?

'কতকটা তাইই'—বললেন সেই পাদ্রী সাহেব।

'আপনাকেও বিকৃতমস্তিষ্ক ব'লে আমি ধরে নেবো তা হ'লে। কারণ সকলেই যেটাকে সত্য ব'লে মনে করে, আপনি সেটাকে অস্বীকার করছেন! বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসে প্রচুর আছে। সকলেই তা বিশ্বাস করে। সেগুলি অস্বীকার করাও যা, সূর্য আমাদের আলো দেয়, দিনের পর রাত্তির হয়, পৃথিবী শস্য দেয় এগুলি

অস্বীকার করাও তাই। তারপর ডন কুইকজোট্ প্রসিদ্ধ সব বীরের কথা—হেকটর, ট্রয় নগরীর বীর একিলিস্, ইংল্যাণ্ডের রাজা আর্থার এবং আরও আরও অনেক বীরের কথা বলে যেতে লাগল। এসব শুনে পাদ্রীসাহেব দেখলেন লোকটির প্রচুর পড়াশুনা আছে কিন্তু সে সত্যিকারের বীরদের সঙ্গে কতকগুলি কাল্পনিক, উদ্ভট বীরের মিথ্যা বীরত্বের কাহিনী প'ড়ে সব গোলমাল ক'রে ফেলেছে! তখন তিনি স্বীকার করলেন, ডন কুইকজোট্ ইতিহাসের যে সব বীরের নাম করল তাঁরা সত্যিই মহানুভব বীর ছিলেন।'

'তা হ'লেই দেখুন'—ডন কুইকজোট্ বলে যেতে লাগল,—'আমি যখন বীরব্রতে দীক্ষা নিয়েছি তখন আমি দুর্ধর্ষ, নিঃস্বার্থ, ভদ্র, সাহসী, স্থিরচিত্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু হবো তাতে আর আশ্চর্য কি? দরিদ্রের সাহায্যের জন্য আমি একজন সম্রাট হ'তে চাই। আমার অনুচর স্যাংকোকে আমি একটা রাজত্ব দেবো এও আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে—যদিও রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা তার আছে কিনা সেবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

স্যাংকো তার প্রভুর এই শেষ কথাটি শুনতে পেয়ে বলল,—"রাজ্যটা যদি একবার আমাকে দেন তা হলে দেখিয়ে দিতে পারি আমার ক্ষমতাটা। তা'ছাড়া আমি শুনেছি, রাজাদের কিছুই করতে হয়না—প্রজারা টাকা দেয় আর রাজা পায়ের উপর পা দিয়ে আরামসে রাজ্য ভোগ করেন। রাজ্য পেলে আমিও ঠিক তাই করব। প্রজাদের টাকায় আমি খুব খানাপিনা করব—রাজ্য টাজ্য চুলোয় যাক্, আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

"প্রজার টাকায় খাবো, দাবো আর ঘুমব—এটা হচ্ছে হবুচন্দ্র রাজার কথা। খাঁটি ন্যায়সঙ্গত রাজার ন্যায় বিচার, উদারতা এবং আত্মোৎসর্গ দেখাতে হবে—তা না হলে রাজ্য টিকবেনা দুদিনও।" বললেন পাদ্রী সাহেব।

"আমি আপনার অত সব বড় বড় কথা বুঝিনা। আমি রাজা হতে চাই। রাজা হ'লে আমি যা খুশী তাই করব। যা খুশী তাই করতে হলে আমি যা' চাই তা আমার পাওয়া দরকার। যা' ইচ্ছে তা পেলে আমি তৃপ্ত হবো। আত্মতৃপ্তি লাভ করলে আর কিছুই চাইবার থাকে না।" বলল স্যাংকো।

"এ তত্ত্বটা একরকম ভালোই" বললেন পাদ্রী সাহেব।" "কিন্তু রাজা হওয়া সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলবার আছে।"—ইতিমধ্যে খাবার চলে এল এবং সকলেই খেতে ব'সে গেল সেই ছায়া-শীতল গাছের তলায়।

খাওয়া দাওয়ার পর পাদ্রী সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে রওনা দিলেন। পুরুত মশাইও ডন কুইকজোট্‌কে আবার খাঁচায় পুরে মাঞ্চার পথে সদলে রওনা হ'ল।

পাঁচ-ছ দিন চলার পর একদিন দুপুর বেলায় তারা এসে পৌঁছাল—ডন কুইকজোটের গ্রাম মাঞ্চায়। সেদিন ছিল রবিবার। গাঁয়ের প্রায় সবাই তখন বাজারে বসে গল্পগুজব কচ্ছে। এমন সময় ওদের দলবল গরুর গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। গাড়ীতে কে আসছে দেখবার জন্য গাঁয়ের লোক ছুটে এলো। ডন কুইকজোট্‌কে তার মধ্যে দেখে তারা ত অবাক! একটা ছেলে ছুটে গেল কুইকজোটের বাড়ীতে খবর দিতে। সে গিয়ে বলল,—'কুইকজোট্

এসেছেন, গরুর গাড়ী করে বিচালীর উপর শুয়ে। খুব রোগা এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে তার চেহারা'। শুনেই বাড়ীর লোকরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। হায়! হায়, হায়, ঐ সর্বনেশে বইগুলোই ছিল যত অনিষ্টের মূল!

সঙ্গে সঙ্গে খবরটা ছাড়িয়ে পড়ে সারা গাঁয়ে। ছুটে এল স্যাংকো মাঞ্চার স্ত্রী। সে জানত স্যাংকো ডন কুইকজোটের সঙ্গী হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। স্যাংকোকে দেখতে পেয়ে সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল,—'গাধাটাকে ফিরিয়ে এনেছ ত?' স্যাংকো বলল, হাঁ, হাঁ। গাধা আর ফিরিয়ে আনব না কেন?

ঃ বেশ, তার পর কি লাভটা হ'ল এতদিন ভবঘুরে হ'য়ে তাই আমাকে বল দেখি এবার! আমার জন্যে জামা-কাপড় কি আনলে।—ছেলে-মেয়েদের জন্য জুতো-মোজা?

স্যাংকো কথা বলছে না দেখে তার স্ত্রী আরও উত্তেজিত হ'য়ে বলল,—বলি রাজ্যটাজ্য কিছু লাভ হ'ল বাড়ী ছেড়ে গিয়ে?

ঃ রাজ্য? ঠিক ঐ কথাটিই তোমাকে বলব ভাবছিলাম। এর পরের বার দেখো আমি একটা বড় দ্বীপের রাজা হবো আর তুমি হবে তার রাণী!

ঃ নেশা-ভাং টাং কিছু ধরেছ নাকি?—খেকিয়ে ওঠে স্যাংকোর স্ত্রী।

ঃ কত কত দেশ দেখলাম। কম্বল-ধোলাইও জুটেছে, কিন্তু তোমার কথাই আমার মনে হ'য়েছে সব সময়। তাই ত' আবার ছুটে এলাম।

ঃ তা বেশ করেছ। এবার ঘরের ছেলে ঘরে চল।

ইতিমধ্যে ডন কুইকজোটের জামা-কাপড় ছাড়িয়ে তার ভাইঝি আর গৃহ-কর্ত্রী তাকে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল। ডন তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে যেন কোথায় ছিল, কোথায় এলো, কেন এলো কিছুই বুঝতে পারছে না।

পুরুত মশাই তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে অনেক আগেই। সে কুইকজোটের বাড়ীর সবাইকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিল,—খবরদার, এবার পালালে কিন্তু আর জ্যান্ত ফিরিয়ে আনা যাবে না। কত কষ্টে ডনকে তারা ফিরিয়ে এনেছে সব কথাই সে বলল সবাইকে। বাড়ীর রাখাল ছেলেটিকে পর্যন্ত সাবধান ক'রে দিয়ে পুরুত মশাই বলল,—কোনও আজগুবি বই যেন ডন আর না পড়তে পায় আর বাড়ী থেকে এক পা-ও যেন সে বেরোতে না পারে !
